NAHWA EDITIONS · NE-007 · ৮ অধ্যায়

আল্লাহর তরবারি

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবন থেকে আটটি পাঠ।

পাঠ সংস্করণ R1 · স্বাধীন পর্যালোচনা চলমান

সংরক্ষিত সম্পাদিত v0.2 মূলপাঠ থেকে বইয়ের মতো অনুচ্ছেদ ও পৃষ্ঠাবিন্যাসে সাজানো হয়েছে। মূল আলোচনা, আরবি পাঠ, সূত্র এবং সম্পাদকীয় সতর্কতা রাখা হয়েছে। এটি স্বতন্ত্র আলেম, ইতিহাসবিশেষজ্ঞ বা স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞের চূড়ান্ত অনুমোদনের দাবি নয়। প্রয়োজনীয় সতর্কতা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের সঙ্গে পড়ুন। PDF থেকে বাংলা কপি করার ফল viewer অনুযায়ী বদলাতে পারে।

সূচিপত্র ৮টি অধ্যায়

১ যে মানুষটি একদিন মুসলিমদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন

২ যে মানুষটি একদিন পথ আটকেছিলেন, তিনিই এবার মদিনার পথে

৩ তিনজন সেনাপতি শহীদ, এরপর পতাকাটি গেল খালিদ রা. এর হাতে

৪ যেদিন রাসূল ﷺ তাঁর একটি সিদ্ধান্ত মেনে নেননি

৫ রাসূল ﷺ নেই, কিন্তু দায়িত্ব শেষ হয়নি

৬ যেখানে কাজ এগোচ্ছিল, সেখান থেকেই নতুন নির্দেশ এলো

৭ পদ বদলাল, কাজ থামল না

৮ এত যুদ্ধের পর তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা কী?

সূত্রতালিকা

অধ্যায় ০১

যে মানুষটি একদিন মুসলিমদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

> **সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট**
>
> সম্পাদকীয় যাচাই নোট: বুখারি ৩০৩৯ এ তীরন্দাজদের সংখ্যা ও নির্দেশের বিবরণ মিলেছে। খালিদ রা.-এর উহুদে নির্দিষ্ট সামরিক ভূমিকা সম্পর্কিত সীরাহ বর্ণনার জন্য মূল গ্রন্থের সংস্করণ ও পৃষ্ঠা যোগ করা এখনও বাকি।

উহুদের ময়দান। মুসলিম বাহিনীর পেছনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ পঞ্চাশজন তীরন্দাজকে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁদের নেতৃত্বে আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর রা.। নির্দেশ ছিল পরিষ্কার। মুসলিমরা জয়ী হোক কিংবা বিপদে পড়ুক, রাসূল ﷺ এর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা সেই জায়গা ছাড়বেন না। সহিহ আল বুখারি, ৩০৩৯ ও ৪০৪৩।

অন্য পাশে কুরাইশের বাহিনী। তাদের অশ্বারোহীদের একটি অংশের নেতৃত্বে এমন একজন মানুষ, যাঁকে তখনো মুসলিমরা নিজেদের একজন হিসেবে চিনতেন না। তিনি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.। কুরাইশের প্রভাবশালী বনু মাখযুম গোত্রের সন্তান। আজ তাঁর নাম শুনলে আমাদের মনে আসে ইসলামের ইতিহাসের এক অসাধারণ সেনাপতির কথা। কিন্তু তাঁর জীবনের গল্প সেখান থেকে শুরু হয়নি।

শুরুতে যুদ্ধের পরিস্থিতি কুরাইশের পক্ষে ছিল না। মুসলিমরা এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কুরাইশের সৈন্যরা পিছু হটছিল। তীরন্দাজদের অনেকের মনে হলো, যুদ্ধ বুঝি শেষ হয়ে গেছে। নিচে গণিমতের সম্পদ দেখা যাচ্ছিল। আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর রা. তাঁদের রাসূল ﷺ এর নির্দেশ মনে করিয়ে দিলেন, কিন্তু অনেকেই অবস্থান ছেড়ে নিচে নেমে গেলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মুসলিম বাহিনীর পেছনের সেই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি দুর্বল হয়ে পড়ল।

সীরাহের প্রসিদ্ধ বর্ণনাগুলোতে এসেছে, খালিদ তখন এই সুযোগটি কাজে লাগান। তাঁর নেতৃত্বে থাকা কুরাইশের অশ্বারোহীরা মুসলিমদের পেছনের দিক দিয়ে আক্রমণ করে। যে যুদ্ধ কিছুক্ষণ আগেও মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, তার অবস্থা দ্রুত পাল্টে যায়। উহুদের দিন মুসলিমরা ভয়াবহ পরীক্ষার মুখে পড়েন এবং প্রায় সত্তরজন সাহাবি শহীদ হন।

খালিদের একটি বৈশিষ্ট্য এখানে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি বুঝতে পারা, প্রতিপক্ষের দুর্বল জায়গা শনাক্ত করা এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া। পরবর্তী জীবনে এই সামরিক দক্ষতাই মুসলিমদের জন্য অসাধারণ উপকারের কারণ হবে। কিন্তু উহুদের দিন সেই একই দক্ষতা ব্যবহৃত হয়েছিল মুসলিমদের বিপক্ষে। যোগ্যতা থাকা আর সেই যোগ্যতাকে সঠিক জায়গায় ব্যবহার করা এক জিনিস নয়।

আমাদের জীবনেও বিষয়টা খুব পরিচিত। কেউ খুব সুন্দর কথা বলতে পারে। মানুষ তার কথা মন দিয়ে শোনে। কিন্তু সেই ক্ষমতা দিয়ে সে কাউকে ভালো পথে উৎসাহিতও করতে পারে, আবার মানুষের গীবত, অপমান কিংবা বিভেদও ছড়াতে পারে। কেউ ব্যবসা খুব ভালো বোঝে। এই দক্ষতা দিয়ে সে হালাল পথে অনেক মানুষের উপকার করতে পারে, আবার লাভের জন্য আল্লাহর সীমাও অতিক্রম করতে পারে। কারও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আছে। সেই নেতৃত্ব মানুষকে ভালো দিকে নিতে পারে, আবার নিজের অহংকার বড় করার মাধ্যমও হতে পারে।

তাই প্রশ্নটা শুধু, “আমার কী প্রতিভা আছে?” নয়। প্রশ্ন হলো, আল্লাহ আমাকে যে যোগ্যতা দিয়েছেন, সেটি আজ কোন পথে ব্যবহার করছি? উহুদের ঘটনা শুধু খালিদ রা. এর সামরিক দক্ষতার গল্পও নয়। এর ভেতরে আরেকটি শিক্ষা আছে, যেটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের খুব কাছের।

আল্লাহ তাআলা উহুদের ঘটনা সম্পর্কে বলেন, মুসলিমরা তাঁর অনুমতিতে শত্রুদের পরাস্ত করছিলেন। এরপর তাঁদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিল, নির্দেশ নিয়ে মতভেদ হলো এবং পছন্দের বিষয় দেখার পর অবাধ্যতা ঘটল। তারপর একই আয়াতেই আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করার কথা বলেছেন। সূরা আলে ইমরান, ৩:১৫২।

রাসূল ﷺ এর নির্দেশ তাঁদের অজানা ছিল না। সমস্যা হয়েছিল যখন সামনে নতুন একটা পরিস্থিতি তৈরি হলো। যুদ্ধ প্রায় শেষ মনে হচ্ছিল। তখন নিজের বোঝাপড়া নির্দেশের ওপর প্রাধান্য পেয়ে গেল। আমাদের জীবনেও কখনো এমন হয়। আমরা আল্লাহর হুকুম জানি, কিন্তু পরিস্থিতি সামনে এলে নিজের জন্য আলাদা ব্যাখ্যা বানিয়ে নিই। “এতটুকু করলে কী হবে?” “সবাই তো করছে।” “এখন পরিস্থিতিটা আলাদা।” “এই একবারই।” “পরে ঠিক হয়ে যাব।”

মানুষ অনেক সময় বড় সিদ্ধান্ত দিয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা শুরু করে না। ছোট ছোট ছাড় দিয়েই শুরু করে। প্রথমে যেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না, কখনো সেটাই পরে বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উহুদের ঘটনা এই জায়গায় খুব গভীর শিক্ষা দেয়। একই সঙ্গে এটাও শেখায়, ভুল হয়ে যাওয়ার পর একজন মুমিনের পরিচয় শুধু তার ভুল দিয়ে শেষ হয়ে যায় না। কুরআন সেই সাহাবিদের ভুলের কথা গোপন করেনি। আবার তাঁদের ক্ষমার কথাও বলেছে। ভুল স্বীকার করা আছে, শিক্ষা নেওয়া আছে, ফিরে আসার পথও আছে। খালিদ রা. এর জীবনেও আমরা পরে এই পরিবর্তনের অন্য এক রূপ দেখব।

উহুদের দিনে তিনি মুসলিমদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই দিনের ঘটনাকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। মুসলিমদের বড় ক্ষতির পেছনে তাঁর সামরিক পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু আমরা তাঁর পুরো জীবন জানি বলেই এটাও জানি, উহুদের সেই অবস্থান তাঁর স্থায়ী পরিচয় হয়ে থাকেনি। এখানেই মানুষের ব্যাপারে আমাদের একটা ভুল খুব সহজে ধরা পড়ে।

কোনো ছেলে আজ সালাত পড়ে না। পরিবারের সবাই ধরে নেয়, “ও আর বদলাবে না।” কোনো মেয়ের অতীত ভালো ছিল না। সে দ্বীনের দিকে ফিরতে শুরু করলেও মানুষ তার পুরোনো ছবিগুলো দিয়েই তাকে বিচার করতে থাকে। কেউ একটা বড় গুনাহ করেছে, এরপর সে তাওবা করলেও আমাদের কাছে সেই গুনাহটাই তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হয়ে থাকে। আমরা একজন মানুষের আজকের দিনটা দেখতে পাই। আল্লাহ তাঁর আগামী দিনও জানেন। তাই কারও গুনাহকে হালকা করা যাবে না, কিন্তু তার হিদায়াতের সম্ভাবনাকেও নিজের হাতে বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। এটা নিজের ক্ষেত্রেও সত্য।

হয়তো আপনার জীবনের কিছু বছর এমনভাবে চলে গেছে, যেগুলোর কথা মনে পড়লে নিজের ওপরই রাগ হয়। হয়তো একই গুনাহ থেকে বের হতে বহুবার চেষ্টা করেছেন, আবার ফিরে গেছেন। দ্বীনের জন্য কিছু করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, “আমার মতো মানুষের দ্বারা কী হবে?” খালিদ রা. এর জীবনের শুরুটা এই প্রশ্নের খুব সহজ উত্তর দেয় না। কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট করে দেয়। একজন মানুষের অতীত তার ভবিষ্যতের ওপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়।

তবে খালিদের পরিবর্তন উহুদের পরপরই ঘটেনি। তিনি তখনো কুরাইশের সঙ্গে ছিলেন। কয়েক বছর পর হুদায়বিয়ার সময়ও সহিহ আল বুখারির বর্ণনায় তাঁকে কুরাইশের অশ্বারোহীদের অগ্রভাগে পাওয়া যায়। তখনও তিনি মুসলিমদের প্রতিপক্ষ।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাঁর জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে, যা তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। বিশেষ করে হুদায়বিয়ার পর পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে শুরু করে। তাঁর নিজের পরিবার থেকেও এমন একটি বার্তা আসে, যেটা তাঁর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তারপর

একদিন খালিদ নিজেই মদিনার উদ্দেশ্যে বের হন। যে মদিনার মানুষের বিরুদ্ধে তিনি একসময় অস্ত্র ধরেছিলেন, এবার সেই মদিনাতেই যাচ্ছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে। সঙ্গে আরও দুজন মানুষ।

কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করতে গিয়ে নিজের অতীতকে কি তিনি ভুলে গিয়েছিলেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে পৌঁছে আগের জীবন সম্পর্কে তিনি কী বলেছিলেন? আর যে মানুষটি উহুদের দিন মুসলিমদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন, রাসূল ﷺ তাঁকে কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন?

অধ্যায় ০২

যে মানুষটি একদিন পথ আটকেছিলেন, তিনিই এবার মদিনার পথে

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

> **সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট**
>
> সম্পাদকীয় যাচাই নোট: হুদায়বিয়ার ঘটনার সূত্র বুখারি ২৭৩১ ও ২৭৩২। মুসলিম ১২১ এ অতীতের গুনাহ ক্ষমা সম্পর্কে কথাটি আমর ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা, খালিদ রা.-এর ব্যক্তিগত সংলাপ নয়। ইসলাম গ্রহণের তারিখ ও যাত্রাসঙ্গীদের ঐতিহাসিক বিবরণের নির্দিষ্ট গ্রন্থস্থান এখনও যোগ করা বাকি।

হুদায়বিয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের নিয়ে মক্কার দিকে যাচ্ছেন। পথে খবর এলো, সামনে আল গামীম নামের জায়গায় কুরাইশের অশ্বারোহী বাহিনী অবস্থান করছে। তাদের নেতৃত্বে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ। রাসূল ﷺ তখন মুসলিমদের অন্য পথ দিয়ে নিয়ে গেলেন। খালিদ মুসলিমদের আগমন বুঝতে পেরে দ্রুত কুরাইশকে খবর দিতে ফিরে যান। সহিহ আল বুখারিতে ঘটনাটি সরাসরি বর্ণিত হয়েছে।

সেই মানুষটিই খুব বেশি সময় পরে আবার একটি পথে বের হবেন। এবার তাঁর উদ্দেশ্য মুসলিমদের গতিরোধ করা নয়। গন্তব্য মদিনা। খালিদ রা. এর ইসলাম গ্রহণের বিস্তারিত ঘটনা সহিহ বুখারি বা মুসলিমে পূর্ণাঙ্গভাবে নেই। সীরাহ ও ইতিহাসের প্রসিদ্ধ বর্ণনায় অষ্টম হিজরির শুরুতে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা এসেছে। ইবন কাসীরের সংরক্ষিত বর্ণনায় খালিদ রা., আমর ইবনুল আস রা. এবং উসমান ইবনু তালহা রা. এর মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণের ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এই অংশটাকে সহিহ হাদিসের ভাষায় নয়, নির্ভরযোগ্য সীরাহর বর্ণনা হিসেবেই দেখা উচিত।

এই পরিবর্তনটা এক দিনের গল্প নয়। হুদায়বিয়ায়ও খালিদ কুরাইশের পক্ষেই ছিলেন। এরপর ইসলামের অবস্থান আরও শক্ত হলো, মুসলিমদের সঙ্গে কুরাইশের সম্পর্কের বাস্তবতাও বদলাতে লাগল। একসময় খালিদ পুরোনো অবস্থান ধরে রাখার বদলে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর

জীবনের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন সম্ভবত কোনো যুদ্ধজয়ের মুহূর্তে হয়নি। হয়েছে তখন, যখন এতদিনের অবস্থান ছেড়ে সত্যকে গ্রহণ করেছেন। এটা আমাদের জীবনে খুব পরিচিত এক পরীক্ষা।

কোনো কাজ বছরের পর বছর করে এসেছি। পরে বুঝলাম, ঠিক করছি না। কিন্তু এখন থামলে মানুষ কী বলবে? একটা মত নিয়ে অনেক কথা বলেছি, পরে বুঝলাম আমার কথা ভুল ছিল। এখন সত্যটা মেনে নেওয়ার চেয়ে আগের কথাটাই defend করা সহজ মনে হচ্ছে। কারও ব্যাপারে অন্যায় ধারণা করেছি, প্রমাণ সামনে আসার পরও নিজের অবস্থান বদলাতে লজ্জা লাগছে।

অনেক সময় সত্য মেনে নিতে আমাদের সমস্যা হয় সত্য বোঝার কারণে নয়। সমস্যা হয় এই বাক্যটা বলতে, “আমি এতদিন ভুল জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।” খালিদ রা. এর অতীত তখন ছোট ছিল না। উহুদ তাঁর জীবনে আছে। হুদায়বিয়ায় তিনি এখনো কুরাইশের অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের মুহূর্তে একজন মানুষের জন্য তার পুরোনো পরিচয় চিরস্থায়ী হয়ে থাকে না।

সহিহ মুসলিমে আমর ইবনুল আস রা. নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বলতে গিয়ে জানান, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে অতীতের গুনাহ ক্ষমা হওয়ার নিশ্চয়তা চেয়েছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে বলেন, ইসলাম পূর্বের গুনাহ মুছে দেয়। কথাটি সরাসরি আমর রা.কে বলা হয়েছিল, খালিদ রা.কে নয়। কিন্তু নতুন মুসলিমের অতীত সম্পর্কে ইসলামের সাধারণ নীতিটি এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়।

আমাদের আচরণ অনেক সময় এই শিক্ষার বিপরীত হয়ে যায়। মানুষটা বদলাতে চাইছে, আমরা তার পুরোনো জীবন মনে করিয়ে দিই। কেউ দ্বীনের দিকে এসেছে, কিন্তু তার পাঁচ বছর আগের ছবি বের করি। কেউ কোনো গুনাহ থেকে তাওবা করেছে, তবু পরিচয়ের সঙ্গে গুনাহটাই জুড়ে রাখি।

অবশ্য তাওবা বা ইসলাম গ্রহণ মানুষের হক নষ্ট করার দায়কে হালকা করে না। যার হক আছে, সেই হিসাব আলাদা। কিন্তু কেউ সত্যিকারভাবে বদলে গেলে তাকে সারাজীবন তার পুরোনো অবস্থানের মধ্যে বন্দি করাও ন্যায় নয়। নিজের ক্ষেত্রেও একই কথা।

আপনার জীবনে এমন কিছু থাকতে পারে যার কারণে মনে হয়, “আমার দ্বারা আর ভালো কিছু হবে না।” দ্বীন থেকে বহু বছর দূরে ছিলেন। বারবার ভুল করেছেন। এমন কিছু করেছেন যেটা আজ ভাবলেও লজ্জা লাগে। কিন্তু লজ্জা যদি আপনাকে আল্লাহর দিকে ফেরায়, সেটা এক জিনিস। আর সেই লজ্জাই যদি আপনাকে বলে, “তোমার জন্য আর ফেরার পথ নেই”, সেটা অন্য জিনিস।

খালিদ রা. যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তাঁর সামনে দীর্ঘ preparation period ছিল না। মুসলিম হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এমন একটি অভিযানে বের হবেন যেখানে মুসলিম বাহিনীর জন্য পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আগে থেকেই তিনজন সেনাপতির নাম ঠিক করে দিয়েছিলেন। প্রথমজন শহীদ হবেন। তারপর দ্বিতীয়জন। তারপর তৃতীয়জনও। এরপর এমন একজন মানুষ পতাকা হাতে নেবেন, যাঁর নাম নির্ধারিত তিন সেনাপতির তালিকাতেই ছিল না। সেই মানুষটি খালিদ। আর সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সম্পর্কে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করবেন, যা পরে তাঁর নামের সঙ্গেই থেকে যাবে।

অধ্যায় ০৩

তিনজন সেনাপতি শহীদ, এরপর পতাকাটি গেল খালিদ রা. এর হাতে

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

> **সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট**
>
> সম্পাদকীয় যাচাই নোট: তিন সেনাপতির ক্রম, আল্লাহর তরবারি উপাধি ও নয়টি তরবারি ভাঙার বিষয়গুলো বুখারি ৪২৬১, ৩৭৫৭, ৪২৬২ ও ৪২৬৫ এর সঙ্গে মিলেছে। মক্কায় প্রবেশের নির্দেশের জন্য বুখারি ৪২৮০ দেখুন।

মু’তার অভিযানে বের হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ নেতৃত্বের ব্যবস্থা ঠিক করে দিয়েছিলেন। প্রথমে যায়দ ইবনু হারিসা রা.। তিনি শহীদ হলে জাফর ইবনু আবি তালিব রা.। জাফর রা. শহীদ হলে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রা.। সহিহ আল বুখারিতে এই নির্দেশ স্পষ্টভাবে এসেছে। মু’তার ময়দানে একে একে তিনজনই শহীদ হলেন।

একটি বাহিনীর জন্য মুহূর্তটা কত কঠিন ছিল, সেটা বোঝার জন্য অতিরিক্ত নাটকীয় কিছু যোগ করার প্রয়োজন নেই। যাঁদের নাম রাসূল ﷺ নিজে ধারাবাহিকভাবে নেতৃত্বের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন, তিনজনই আর নেই। যুদ্ধ চলছে। এখন কাউকে দায়িত্ব নিতে হবে।

এরপর পতাকাটি নিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.। সহিহ বুখারির আরেক বর্ণনায় স্পষ্টভাবে এসেছে, খালিদ রা. আগে থেকে এই অভিযানের commander হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন না। তিন সেনাপতির শাহাদাতের পর তিনি পতাকা গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ মুসলিমদের জন্য সাফল্য দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় তাঁদের শাহাদাতের সংবাদ জানাচ্ছিলেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। যায়দ রা., জাফর রা. এবং আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রা. এর কথা বলার পর তিনি জানান, এরপর পতাকা নিয়েছে আল্লাহর তরবারিসমূহের একটি তরবারি, এবং আল্লাহ তাদের জন্য সাফল্য দিয়েছেন। সহিহ আল বুখারি ৩৭৫৭ ও ৪২৬২। খালিদ রা. এর সঙ্গে “আল্লাহর তরবারি” পরিচয়ের সবচেয়ে শক্ত দলিলগুলোর একটি এটাই।

তবে উপাধিটা মনে রেখে ঘটনার আরেকটা দিক ভুলে গেলে চলবে না। খালিদ রা. তখন নতুন মুসলিম। তাঁর পেছনে বহু বছরের ইসলামী নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা নেই। তবু পরিস্থিতি যখন তাঁর যোগ্যতা দাবি করেছে, তিনি দায়িত্ব থেকে পেছনে সরে যাননি।

খালিদ রা. নিজেই মু'তার যুদ্ধ কতটা তীব্র ছিল তার একটি ছোট ছবি দিয়েছেন। তিনি বলেন, সেদিন তাঁর হাতে নয়টি তরবারি ভেঙে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত একটি ইয়েমেনি তরবারি তাঁর হাতে টিকে ছিল। সহিহ আল বুখারি ৪২৬৫। এই ঘটনা শুনে শুধু সাহসের কথা মনে হয়। কিন্তু বাস্তব জীবনে এর আরেকটা দিক আছে।

আমরা দায়িত্ব নিতে ভালোবাসি যখন দায়িত্বের সঙ্গে সম্মান থাকে। আগে থেকে title দেওয়া হয়েছে, সবাই জানে আমি leader, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আছে, ভুল করলে backup আছে। কিন্তু জীবনের বড় দায়িত্বগুলো সবসময় এভাবে আসে না।

হঠাৎ বাবা অসুস্থ হয়ে গেলেন, পরিবারের সিদ্ধান্ত এখন আপনাকে নিতে হচ্ছে। ব্যবসার দায়িত্ব যিনি সামলাতেন তিনি নেই, কাল সকাল থেকেই আপনাকে দাঁড়াতে হবে। একটা বিপদের মধ্যে সবাই আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ আপনি নিজেও জানেন না সবকিছু কীভাবে সামলাবেন। এই সময়েই বোঝা যায় আমরা শুধু দায়িত্বের নাম পছন্দ করতাম, নাকি দায়িত্বের ভারও নিতে শিখেছি।

নেতৃত্ব সবসময় সামনে বসার চেয়ার নয়। অনেক সময় নেতৃত্ব হলো এমন মুহূর্তে সামনে আসা, যখন চেয়ারটাই খালি হয়ে গেছে। মু'তার বর্ণনায় আরও একটি বিষয় খুব সুন্দরভাবে এসেছে। রাসূল ﷺ খালিদ রা. এর অসাধারণ ভূমিকার কথা বললেন, কিন্তু ফলটাকে খালিদের নামে দিলেন না। বললেন, আল্লাহ তাদের সাফল্য দিয়েছেন। এটা আমাদের hero worship থেকে বাঁচায়।

কোনো মানুষ খুব দক্ষ হতে পারেন। তাঁর পরিকল্পনা অসাধারণ হতে পারে। একটা প্রতিষ্ঠান তাঁর হাতে অনেক এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সাফল্যের মালিক মানুষটি হয়ে যান না। মানুষ একটি মাধ্যম, তাওফিক ও ফল আল্লাহর পক্ষ থেকে।

আমরা এই ভারসাম্য হারালে সমস্যা শুরু হয়। কোনো একজন দাঈ, নেতা, শিক্ষক বা ব্যবসায়ীকে এমন জায়গায় তুলে দিই যেন তাঁকে ছাড়া কিছু চলবে না। তারপর মানুষটি সরে গেলে মনে হয় কাজটাও শেষ। মু'তার খালিদ রা. আমাদের অন্য কিছু শেখান। যোগ্যতাকে সম্মান করা হবে, কিন্তু আল্লাহর জায়গায় মানুষকে বসানো হবে না।

উহুদের দিন যে সামরিক তীক্ষ্ণতা মুসলিমদের বিপক্ষে কাজে লেগেছিল, এখন সেই মানুষটির শক্তি মুসলিমদের জন্য কাজে লাগছে। মানুষ একই, ক্ষমতাও অনেকটাই একই। বদলে গেছে তার আনুগত্যের জায়গা। হয়তো আপনারও এমন কিছু আছে যা নিজে ভালো বা খারাপ নয়। কথা বলার ক্ষমতা, টাকা আয় করার দক্ষতা, নেতৃত্ব, technology, social media influence। প্রশ্ন হলো, এটা কার কাজে লাগছে?

মু'তার পর খালিদ রা. এর দায়িত্ব শেষ হয়নি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এমন একটি শহরে প্রবেশ করবেন যেখানে একসময় তাঁর পরিবার, পরিচয় ও কুরাইশি অবস্থান ছিল সবকিছু। মক্কা। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদ রা.কে একটি দিক দিয়ে শহরে প্রবেশের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সহিহ বুখারিতে সেটিও সংরক্ষিত আছে।

কিন্তু এরপর তাঁর জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটবে যেটা শুধু প্রশংসার নয়। রাসূল ﷺ তাঁর একটি সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন না। এবং প্রকাশ্যে আল্লাহর কাছে বলবেন, খালিদ যা করেছেন, তিনি সেই কাজ থেকে দায়মুক্ত।

অধ্যায় ০৪

যেদিন রাসূল ﷺ তাঁর একটি সিদ্ধান্ত মেনে নেননি

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

> **সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট**
>
> সম্পাদকীয় যাচাই নোট: বনু জাযীমার ঘটনা ও নবী ﷺ-এর দায়মুক্তির ঘোষণার মূল সূত্র বুখারি ৪৩৩৯। মূল বর্ণনা আর ঘটনা থেকে লেখকের শিক্ষা টানার অংশ এক জিনিস নয়; দুটিকে আলাদা করে পড়তে হবে।

মু’তার দিন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. আল্লাহর তরবারি হিসেবে প্রশংসিত হলেন। মক্কা বিজয়ের দিনও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের আরেকটি সহিহ ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, একজন মহান সাহাবির অসাধারণ অবদান থাকা আর তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত ভুলের ঊর্ধ্বে থাকা এক কথা নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদ রা.কে বনু জাযীমার কাছে পাঠালেন। সহিহ বুখারির বর্ণনায় এসেছে, তিনি তাঁদের ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তারা পরিষ্কারভাবে “আসলামনা”, অর্থাৎ “আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি” বলতে না পেরে বলতে থাকে “সাবানা”, যার মাধ্যমে তারা আগের ধর্ম ছেড়ে আসার কথা বোঝাচ্ছিল। খালিদ রা. তাঁদের কিছু লোককে হত্যা করেন এবং কিছু লোককে বন্দি করেন। পরে তিনি মুসলিম সৈন্যদের প্রত্যেককে নিজের বন্দিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

অভিযানে আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.ও ছিলেন। তিনি বলেন, “আল্লাহর কসম, আমি আমার বন্দিকে হত্যা করব না এবং আমার সঙ্গীদের কেউও তার বন্দিকে হত্যা করবে না।” তাঁরা মদিনায় ফিরে পুরো ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জানান। তখন রাসূল ﷺ দুই হাত তুলে দুবার বলেন, “হে আল্লাহ, খালিদ যা করেছে, আমি তা থেকে আপনার কাছে দায়মুক্ত।” সহিহ আল বুখারি ৪৩৩৯। ঘটনাটা অস্বস্তিকর বলেই গুরুত্বপূর্ণ।

সাহাবিদের ভালোবাসা মানে তাঁদের নিয়ে এমন ছবি তৈরি করা নয় যেখানে কোনো মানবিক ভুলই থাকতে পারে না। সহিহ হাদিস যখন একটি ভুলের ঘটনা সংরক্ষণ করেছে, তখন সম্মানের সঙ্গে সেটি বলাই আমানতদারিতা।

একই সঙ্গে এটাও ঠিক নয় যে এই একটি ঘটনাকে ধরে খালিদ রা. এর পুরো জীবনকে বিচার করা হবে। রাসূল ﷺ তাঁর ওই কাজকে অনুমোদন করেননি। কিন্তু খালিদ রা. এর সাহাবিত্ব, পরবর্তী দায়িত্ব এবং ইসলামের জন্য তাঁর বিশাল অবদানও ইতিহাস থেকে মুছে যায়নি। মানুষকে ভালোবাসার অর্থ তার ভুলকে সঠিক বলা নয়। আর একটি ভুল দেখার অর্থ তার সব ভালোকে অস্বীকার করা নয়।

এই ভারসাম্য আমাদের জীবনে খুব কম দেখা যায়। যাকে পছন্দ করি, তার ভুলের জন্য দশটা justification বের করি। যাকে পছন্দ করি না, তার একটা ভুল দিয়ে দশ বছরের ভালো কাজ বাতিল করে দিই। দুটোই অন্যায়।

বনু জাযীমার ঘটনা আরেকটি জায়গায় খুব কাছের মনে হয়। অনেক ভুলের শুরু হয় আমরা অন্যের কথা বা অবস্থাকে নিজের ব্যাখ্যা দিয়ে নিশ্চিত ধরে নেওয়া থেকে। একজন বাবা ধরে নিলেন সন্তান ইচ্ছা করে অসম্মান করেছে। একজন স্বামী স্ত্রীর একটি বাক্যের অর্থ নিজের মতো করে নিলেন। manager ধরে নিলেন employee ইচ্ছা করে দায়িত্ব এড়িয়েছে। পরে সেই ধারণার ওপর রাগ, শাস্তি এবং সম্পর্কের সিদ্ধান্ত সব তৈরি হয়ে গেল। সবচেয়ে বিপজ্জনক হয় যখন আমাদের হাতে ক্ষমতাও থাকে।

কারণ সাধারণ মানুষের ভুল judgement একটি কথা পর্যন্ত থামতে পারে। ক্ষমতাবান মানুষের ভুল judgement অন্য কারও জীবনের ওপর নেমে আসতে পারে। এ জন্য দায়িত্ব বাড়লে শুধু decision making skill নয়, restraintও বাড়তে হয়।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. এর অবস্থানও এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। একজন commander আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তিনি বন্দিকে হত্যা করেননি। পরে বিষয়টি সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে পৌঁছেছে এবং তিনি ওই কাজ থেকে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেছেন। আমাদের জীবনে “উপর থেকে বলা হয়েছে” অনেক সময় নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার সহজ বাক্য।

কিন্তু অন্য কেউ নির্দেশ দিয়েছে বললেই সব নৈতিক ও শরঈ দায় শেষ হয়ে যায় না। নির্দেশ যিনি দিয়েছেন তাঁর হিসাব আছে, আর আপনি কী করেছেন তার হিসাবও আপনার। খালিদ রা. এর জীবনের এই ঘটনা তাই series টার জন্য প্রয়োজনীয়। তাঁকে শুধু যুদ্ধজয়ী hero বানিয়ে ফেললে আমরা বাস্তব একজন সাহাবিকে হারিয়ে ফেলব। তাঁর শক্তি ছিল, ভুলও হয়েছিল, ভুলের ব্যাপারে রাসূল ﷺ এর সংশোধনও এসেছে, তারপরও তিনি ইসলামের জন্য কাজ করে গেছেন।

আমাদেরও কখনো একটা ভুলের পর দুই ধরনের বিপদ হয়। কেউ ভুল মানতেই চায় না। আবার কেউ ভুল বুঝে এমনভাবে ভেঙে পড়ে যেন তার দ্বারা আর কোনো ভালো কাজ সম্ভব নয়। সঠিক পথ মাঝখানে। ভুলকে ভুল বলা, দায় নেওয়া, সংশোধন করা, তারপর সঠিক পথে চলা।

খালিদ রা. এর সামনে শিগগিরই সম্পূর্ণ নতুন এক সময় আসবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করবেন। মুসলিম সমাজ বড় সংকটে পড়বে। মুসাইলিমার মিথ্যা নবুওয়তের দাবিকে কেন্দ্র করে ইয়ামামায় ভয়ংকর সংঘর্ষ হবে। সেই যুদ্ধের প্রভাব শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে থাকবে না। সেখানে কুরআনের বহু কারী শহীদ হওয়ার পর এমন একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, যার ফল আমরা আজও হাতে ধরে আছি।

অধ্যায় ০৫

রাসূল ﷺ নেই, কিন্তু দায়িত্ব শেষ হয়নি

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

> **সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট**
>
> সম্পাদকীয় যাচাই নোট: ওয়াহশি রা.-এর বর্ণনা ও কুরআন সংকলনের প্রেক্ষাপট বুখারি ৪০৭২ ও ৪৯৮৬ এর সঙ্গে মিলেছে। খালিদ রা.-এর ইয়ামামায় নেতৃত্বের ঐতিহাসিক উৎসের পূর্ণ গ্রন্থতথ্য এখনও প্রয়োজন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তিকালের পর মুসলিম সমাজের জন্য সময়টা সহজ ছিল না। আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়। ইয়ামামায় মুসাইলিমার মিথ্যা নবুওয়তের দাবি বড় সংকটে পরিণত হয়। রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশাতেই মুসাইলিমার দাবি ও তার লোকদের অবস্থানের কথা হাদিসে এসেছে, এমনকি রাসূল ﷺ তাকে দুই মিথ্যাবাদীর একজন হিসেবেও উল্লেখ করেছেন।

আবু বকর সিদ্দীক রা. এর খিলাফতে ইয়ামামার বিরুদ্ধে মুসলিম অভিযানের নেতৃত্বে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.কে পাওয়া যায়। প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনাগুলোতে এই যুদ্ধের অনেক বিস্তারিত আছে, কিন্তু সব খুঁটিনাটির সনদ সমান নয়। তাই নিশ্চিত বড় রেখাটুকু হলো, খালিদ রা. এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী মুসাইলিমার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং ইয়ামামার সংঘর্ষ মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল।

মুসাইলিমার মৃত্যুর ব্যাপারে একটি সহিহ বর্ণনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াহশি রা. নিজেই পরে বলেন, তিনি ইয়ামামায় মুসাইলিমার দিকে তাঁর বর্শা নিক্ষেপ করেন। একই সময় একজন আনসারি তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করেন। তাই শুধু popular story অনুসরণ করে একজনকেই নিশ্চিতভাবে একক হত্যাকারী বলা না করে, সহিহ বুখারির বর্ণনাটি যেভাবে এসেছে সেভাবেই রাখা নিরাপদ। সহিহ আল বুখারি ৪০৭২। কিন্তু ইয়ামামার ঘটনার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব অন্য জায়গায়।

যুদ্ধের পর আবু বকর রা. যায়দ ইবনু সাবিত রা.কে ডাকলেন। সেখানে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.ও ছিলেন। উমর রা. উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন যে ইয়ামামায় কুরআনের কারীদের মধ্যে অনেকের শাহাদাত হয়েছে, অন্য যুদ্ধগুলোতেও এমন হলে কুরআনের সংরক্ষণে বড় ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। তিনি কুরআনকে একত্রে সংকলনের প্রস্তাব দেন।

আবু বকর রা. প্রথমে দ্বিধা করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ এভাবে করেননি, তিনি কীভাবে তা করবেন? উমর রা. তাঁকে বোঝাতে থাকলেন যে এতে কল্যাণ আছে। শেষে আবু বকর রা. বিষয়টি গ্রহণ করেন এবং যায়দ ইবনু সাবিত রা.কে কুরআনের লিখিত অংশ ও মানুষের হিফজ থেকে যাচাই করে সংকলনের দায়িত্ব দেন। সহিহ আল বুখারি ৪৯৮৬। এই অংশটুকু পড়লে ইয়ামামাকে শুধু একটি সামরিক victory বা loss হিসেবে দেখা কঠিন হয়ে যায়।

কখনো বড় একটি সংকট আমাদের এমন দায়িত্বের সামনে দাঁড় করায়, যেটা শান্ত সময়ে চোখেই পড়েনি। ক্ষতি হয়, কিন্তু সেই ক্ষতির পরে মানুষ কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাও ইতিহাস তৈরি করে। আমাদের জীবনে ছোট পরিসরে একই ঘটনা ঘটে। পরিবারের এমন একজন মানুষ মারা গেলেন যিনি সব জরুরি তথ্য জানতেন, তারপর বোঝা গেল কিছুই লিখে রাখা হয়নি। ব্যবসায় বড় সমস্যা হলো, তখন বোঝা গেল পুরো system একজন মানুষের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। একজন শিক্ষক চলে গেলেন, তখন মনে হলো তাঁর জ্ঞানটা সংরক্ষণ করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। শোক বাস্তব। কিন্তু শোকের পরে দায়িত্বও বাস্তব।

কষ্টের পর শুধু “কেন হলো” জিজ্ঞেস করলেই হয় না। কখনো জিজ্ঞেস করতে হয়, “এখন আমাদের কী রক্ষা করতে হবে?”

খালিদ রা. এর জীবনেও এই সময়টা অন্য কারণে গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল ﷺ আর দুনিয়ায় নেই। যাঁর সামনে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যিনি মু’তার দিনে তাঁর প্রশংসা করেছিলেন, তাঁর সরাসরি নির্দেশ এখন আর পাওয়া যাবে না। এখন খলিফা আবু বকর রা. এর নেতৃত্বে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আমাদের অনেকের loyalty আসলে কোনো কাজের প্রতি নয়, একটি ব্যক্তির প্রতি। পছন্দের boss থাকলে ভালো কাজ করি। পছন্দের teacher থাকলে class করি। নিজের পছন্দের মানুষ সংগঠনের head থাকলে আগ্রহ থাকে। leadership বদলালে commitmentও বদলে যায়। দ্বীনের কাজ যদি আল্লাহর জন্য হয়, তাহলে মানুষের পরিবর্তনে তার মূল উদ্দেশ্য বদলে যাওয়ার কথা নয়।

ইয়ামামার পরও খালিদ রা. এর দায়িত্ব থামেনি। প্রাচীন ইতিহাসে আবু বকর রা. তাঁকে ইরাকের দিকে পাঠানোর কথা এসেছে। সেখানে তিনি নতুন এক রাজনৈতিক ও সামরিক বাস্তবতার সামনে পড়বেন এবং আল হীরা পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করবেন।

তারপর ঠিক যখন ইরাকে তাঁর কাজ এগোচ্ছে, মদিনা থেকে আরেকটি নির্দেশ আসবে। ইরাকের দায়িত্বের একটি অংশ অন্যের হাতে রেখে শামের দিকে চলে যেতে হবে। কাজ চলছে এখানে। কিন্তু প্রয়োজন এখন অন্য জায়গায়।

অধ্যায় ০৬

যেখানে কাজ এগোচ্ছিল, সেখান থেকেই নতুন নির্দেশ এলো

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট

নির্দিষ্ট গ্রন্থস্থান: ইবন কাসীরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯০ ও ৫৯১ এর “ইরাকে সংঘটিত ঘটনা” অংশে খালিদের শামযাত্রা ও মুসান্নার ইরাকে থেকে যাওয়ার বর্ণনা আছে। নেতৃত্ব বদলের বিবরণ ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭০ ও ৫৭১ এ। এগুলো ঐতিহাসিক সংকলনে বর্ণনাটির অবস্থান নির্দেশ করে; প্রতিটি সনদ বা রুটের নিশ্চিত প্রমাণ নয়। পৃষ্ঠাক্রম Islamweb-এর প্রদর্শিত সংস্করণ অনুযায়ী।

ইরাক থেকে শাম: ৯/৫৯০ ও ৫৯১ · দায়িত্ব পরিবর্তন: ৯/৫৭০ ও ৫৭১

ইয়ামামার পর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.কে ইরাকের দিকে পাঠানো হয়। প্রাচীন ইতিহাসের বিভিন্ন বর্ণনায় তাঁর ইরাক অভিযানের প্রতিটি যুদ্ধের ক্রম ও কিছু বিস্তারিত একরকম নয়। তাই জনপ্রিয় তালিকায় কতটি যুদ্ধ, কতজন সৈন্য, কোন কৌশলে ঠিক কী ঘটেছিল, এসবকে নিশ্চিত তথ্য বানানোর বদলে যে বড় ঘটনাগুলো প্রতিষ্ঠিত সেগুলোর মধ্যেই থাকা নিরাপদ। প্রাচীন সূত্রে তাঁর ইরাকের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং আল হীরায় পৌঁছে স্থানীয়দের সঙ্গে সমঝোতার কথা এসেছে।

ইবন কাসীরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার ইরাক অভিযানের আলোচনায় আল হীরা ও স্থানীয়দের সঙ্গে সমঝোতার বর্ণনা রয়েছে। এখানে সেই ঐতিহাসিক সংকলনকে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে; অনির্দিষ্ট Oxford Reference উল্লেখকে যাচাইকৃত পূর্ণ সূত্র হিসেবে ধরা হচ্ছে না।

এই সময়টায় তিনি এমন একটি জায়গায় কাজ করছেন যেখানে তাঁর অগ্রগতি হচ্ছে। তারপর শামে থাকা মুসলিম বাহিনীর পরিস্থিতির কারণে আবু বকর রা. এর কাছ থেকে নতুন নির্দেশ আসে। প্রাচীন ঐতিহাসিক বর্ণনায় আবু বকর রা. তাঁকে ইরাক থেকে শামের দিকে যেতে বলেন এবং ইরাকে আল মুসান্না ইবনু হারিসা রা. এর অধীনে বাহিনীর একটি অংশ রেখে যেতে নির্দেশ দেন।

তাঁর শামযাত্রার সুনির্দিষ্ট route নিয়ে বর্ণনায় পার্থক্য আছে, কিন্তু ইরাক থেকে শামের বাহিনীকে সাহায্য করতে তাঁকে পাঠানোর মূল ঘটনাটি প্রতিষ্ঠিত। জীবনের খুব সাধারণ একটা পরীক্ষার সঙ্গে এই বিষয়টা মিলে যায়।

একটা কাজ আপনি তৈরি করেছেন। অনেক কষ্ট করেছেন। system দাঁড়িয়েছে। মানুষ আপনাকে চেনে। ফল পাওয়া শুরু হয়েছে। তারপর বলা হলো, এটা এখন অন্য কেউ সামলাবে, আপনাকে আরেক জায়গায় যেতে হবে। মুখে "আলহামদুলিল্লাহ" বলা সহজ। ভেতরে মেনে নেওয়া সবসময় সহজ নয়।

মনে হয়, "আমি এত কষ্ট করলাম, এখন অন্য কেউ এসে credit পাবে?" "ও কি আমার মতো পারবে?" "আমাকে এখান থেকে সরানো হলো কেন?" কখনো দায়িত্ব আর নিজের পরিচয় এমনভাবে মিশে যায় যে দায়িত্ব বদলানোকে অপমান মনে হয়। কিন্তু কাজ যদি আমানত হয়, তাহলে আমানতের মালিক আপনি নন। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জায়গা আর সবচেয়ে comfortable জায়গা সবসময় এক হয় না।

খালিদ রা. এর শামের পথে যাওয়াকে অতিরিক্ত dramatic loyalty story বানানোর প্রয়োজন নেই। নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে আমরা এতটুকু দেখি, নির্দেশ এসেছে এবং তিনি শামের অভিযানে যুক্ত হয়েছেন। নিজের সফল জায়গা ধরে রাখার জন্য তিনি বিদ্রোহ করেছেন বা কাজ ছেড়েছেন, এমন কোনো প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস নেই। আমাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

কখনো আল্লাহ একটি জায়গায় আপনাকে ব্যবহার করবেন, তারপর অন্য জায়গায় নিয়ে যাবেন। কখনো যেটা আপনি শুরু করেছেন সেটার শেষ অন্য কেউ করবে। কখনো নিজের হাতে তৈরি একটা কাজ অন্যের কাছে দিয়ে যেতে হবে। এতে আপনার আগের পরিশ্রম নষ্ট হয়ে যায় না।

আমরা career কে সাধারণত সোজা line মনে করি। দায়িত্ব বাড়বে, title বড় হবে, influence বাড়বে। নিচে নামা বা side role নেওয়া মানে failure। খালিদ রা. এর জীবন এত সোজা নয়। মু'তায় তিনি নির্ধারিত commander ছিলেন না, পরিস্থিতিতে পতাকা তাঁর হাতে আসে। পরে বড় দায়িত্ব পান। ইরাকে কাজ করেন। তারপর নতুন front এ পাঠানো হয়। শামেও তাঁর সামরিক দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ হবে। এরপর আবার নেতৃত্বের structure বদলাবে। Role বদলাবে, কিন্তু তাঁর usefulness সেখানেই শেষ হবে না।

ইয়ারমুক ও পরবর্তী নেতৃত্ব পরিবর্তন সম্পর্কে ইবন কাসীরের সংকলনে আলোচনা আছে। তবে সেই বিবরণের ঘটনাক্রমকে সব ঐতিহাসিক সূত্রের অভিন্ন সিদ্ধান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে না। যুদ্ধের নির্দিষ্ট সৈন্যসংখ্যা বা নাটকীয় কথোপকথন এখানে নতুন করে নিশ্চিত করা হয়নি। আর এই সময়ের কাছাকাছিই খালিদ রা. এর জীবনে আরেকটি বড় পরিবর্তন আসে।

আবু বকর রা. ইন্তিকাল করেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. খলিফা হন। শামের সর্বোচ্চ command structure বদলে যায় এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. বৃহত্তর নেতৃত্বে আসেন। সুনির্দিষ্ট timing এবং ইয়ারমুকের সঙ্গে এই পরিবর্তনের exact সম্পর্ক নিয়ে প্রাথমিক সূত্রে পার্থক্য আছে, তাই একটি dramatic version কে নিশ্চিত ইতিহাস হিসেবে বলা ঠিক হবে না।

কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার। খালিদের সামনে এবার পরীক্ষা শত্রু কত বড়, সেটা নয়। নিজে সর্বোচ্চ পদে না থাকলেও একই কাজে থাকা যায় কি না।

অধ্যায় ০৭

পদ বদলাল, কাজ থামল না

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

> **সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট**
>
> দায়িত্ব পরিবর্তনের সূত্র: আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/৫৭০ ও ৫৭১ এবং যাহাবীর সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/৩৭৮ থেকে ৩৮৪ এ সংশ্লিষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। কারণ ও সময় নিয়ে একাধিক বিবরণ রয়েছে। এখানে সূত্রের ঠিকানা দেওয়া হলো, বর্ণনাগুলোর সব সনদকে সহিহ ঘোষণা নয়। কোনো একক উদ্দেশ্যকে উমর রা.-এর নিশ্চিত অভিপ্রায় বলা হচ্ছে না।
>
> ইবন কাসীর: দায়িত্ব পরিবর্তন · যাহাবী: খালিদের জীবনী

যুদ্ধের ময়দানে সামনে থাকা কঠিন। কিন্তু কখনো তার চেয়েও কঠিন হয় এমন একটি দায়িত্বে থাকা, যেখানে গতকাল সিদ্ধান্ত আপনার হাতে ছিল, আজ অন্য একজনের হাতে। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর খিলাফতে শামের সামরিক নেতৃত্বের কাঠামো পরিবর্তিত হয় এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. সর্বোচ্চ দায়িত্বে আসেন। এই পরিবর্তন ঠিক কখন কার্যকর হয়েছিল এবং ইয়ারমুকের ঘটনাক্রমের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী, প্রাথমিক সূত্রে তা একভাবে সংরক্ষিত হয়নি। তাই "যুদ্ধের ঠিক মাঝখানে খবর এসেছিল", "খালিদ খবর লুকিয়েছিলেন" ধরনের জনপ্রিয় dramatic detail কে নিশ্চিত ইতিহাস বলা নিরাপদ নয়।

যেটা বড় রেখায় প্রতিষ্ঠিত, খালিদ রা. সর্বোচ্চ command হারানোর পর ইসলামের সামরিক কাজ ছেড়ে দেননি। শামের অভিযানে তাঁর ভূমিকা অব্যাহত থাকে। ইয়ারমুকের বর্ণনাতেও তাঁর সামরিক দক্ষতা ও tactical ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব পায়। এই জায়গায় একজন মানুষের ভেতরের অবস্থাটা তার title এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আমরা অনেকেই কাজ করতে পারি যতক্ষণ control আমাদের হাতে। meeting এ আমার কথা final। আমার নাম সামনে। team আমাকে report করে। সবাই জানে কাজটা আমার। তারপর promotion অন্য কেউ পেল। committee head অন্য কেউ হলো। আপনি যে project শুরু করেছিলেন, তার দায়িত্ব দেওয়া হলো আরেকজনকে। সেদিন নিজের ভেতরের একটা অংশ খুব পরিষ্কার হয়ে যায়।

আমি কি কাজটা সফল হোক চাই, নাকি আমার মাধ্যমে সফল হোক চাই?

দুটোর মধ্যে পার্থক্য খুব ছোট মনে হয়। আসলে অনেক বড়। কেউ দায়িত্ব হারানোর পর কাজ কমিয়ে দেয়। নতুন দায়িত্বশীল ভুল করলে মনে মনে খুশি হয়। প্রয়োজনীয় তথ্য নিজের কাছে রেখে দেয়, যেন সবাই বুঝতে পারে তাকে ছাড়া সম্ভব নয়। বাইরে বলে, "কোনো সমস্যা নেই", কিন্তু ভেতরে অপেক্ষা করে কখন নতুন মানুষটি ব্যর্থ হবে। এটা কাজের প্রতি ভালোবাসা নয়। নিজের অবস্থানের প্রতি ভালোবাসা।

আপনি কাজটাকে ভালোবাসতেন, নাকি কাজের মধ্যে নিজের গুরুত্বটাকে, সেটা অনেক সময় দায়িত্ব অন্যের হাতে গেলেই বোঝা যায়। খালিদ রা. এর জীবনের এই অধ্যায়কে অতিরঞ্জিত humility story বানানোও ঠিক হবে না। আমাদের কাছে তাঁর প্রতিটি কথোপকথনের সহিহ transcript নেই। কিন্তু ইতিহাসের বড় সত্য হলো, নেতৃত্বের পরিবর্তনের পরও তাঁর সামরিক ভূমিকা শেষ হয়ে যায়নি। তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলে যাননি, দায়িত্ব ছেড়ে আলাদা শক্তি তৈরি করেননি। এটাই যথেষ্ট বড় শিক্ষা।

উমর রা. কেন তাঁর দায়িত্ব পরিবর্তন করেছিলেন, এ নিয়ে উদ্ধৃত প্রাচীন সংকলনে একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। কিছু বর্ণনায় অর্থ বণ্টন, কিছু বর্ণনায় ব্যক্তিনির্ভরতার আশঙ্কার কথা এসেছে। এসব বর্ণনার উপস্থিতি তাদের প্রতিটির সনদ সমান শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ নয়। তাই কোনো একটিকে একমাত্র নিশ্চিত কারণ বলা হচ্ছে না। আর ব্যক্তিগত ঈর্ষার গল্পকে নিশ্চিত সত্য বানানো আরও অনুচিত।

দুজন মহান সাহাবির মধ্যে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে পার্থক্য থাকা অসম্ভব কিছু নয়। একজনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আরেকজনের সব বিষয়ে একই মত হওয়াও জরুরি নয়। কিন্তু disagreement কে personal hatred বানিয়ে Facebook story তৈরি করা ইতিহাসের প্রতি ন্যায় নয়। আমাদের নিজেদের জীবনেও এটা দরকার।

কোনো নেতা আমার পছন্দের সিদ্ধান্ত নিলেন না মানেই তিনি আমাকে ঘৃণা করেন না। দায়িত্ব বদল মানেই অপমান নয়। সব administrative decision ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাপকাঠিতে পড়তে হবে না। খালিদ রা. এর জীবন যত এগোয়, একটা বিষয় পরিষ্কার হয়।

উহুদে তাঁর পরিচয় ছিল একরকম। ইসলাম গ্রহণের পর আরেকরকম। মু'তায় পরিস্থিতি তাঁকে সামনে এনেছে। আবু বকর রা. এর সময়ে বড় সামরিক দায়িত্ব পেয়েছেন। উমর রা. এর সময়ে সেই দায়িত্বের ধরন বদলেছে। কিন্তু কোনো title তাঁর পুরো পরিচয় নয়। আমাদেরও নয়।

আজ আপনার নামের আগে CEO আছে, chairman আছে, moderator আছে, teacher আছে, manager আছে। একদিন থাকবে না। এমনকি পরিবারেও একসময় সিদ্ধান্তের কেন্দ্র আপনি ছিলেন, বয়স হলে অন্যরা হবে।

তখন আপনার value কি শেষ?

যদি value শুধু position এ থাকে, হয়তো। কিন্তু যদি value ঈমান, character এবং উপকার করার ক্ষমতায় থাকে, তাহলে role বদলালেও কাজের দরজা শেষ হয় না। খালিদ রা. এর জীবনের শেষ অংশ নিয়ে অনেক বিখ্যাত কথা প্রচলিত আছে। বিশেষ করে মৃত্যুশয্যায় শরীরের ক্ষত দেখিয়ে বিছানায় মৃত্যুর আক্ষেপের একটি বক্তব্য খুব পরিচিত। এটি প্রাচীন জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু সহিহ বুখারি বা মুসলিমের মানের বর্ণনা নয়। এই সিরিজে তাই সেটাকে নিশ্চিত ঘটনা হিসেবে ব্যবহার করব না। আমাদের কাছে নিশ্চিত ইতিহাস এমনিতেই যথেষ্ট।

একসময় ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো মানুষটি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। বড় দায়িত্ব পেয়েছেন। দায়িত্বের ধরন বদলেছে। তারপর তাঁর জীবন যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরেও এগিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর নামের পাশে কোন title ছিল, সেটা হয়তো তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়। আর শেষ পর্বে আমরা সেখানেই ফিরব।

একজন মানুষের আসল legacy কি সে কতগুলো যুদ্ধ জিতেছে, নাকি তার শক্তির দিক কোথায় গিয়ে স্থির হয়েছিল?

পরবর্তী ও শেষ পর্ব | খালিদ রা. এর জীবন শেষ পর্যন্ত আমাদের কী শেখায়?

অধ্যায় ০৮

এত যুদ্ধের পর তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা কী?

মূল প্রকাশনা · সূত্রতালিকা

সূত্র ও সম্পাদকীয় নোট

শেষ জীবনের গ্রন্থস্থান: আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০ম খণ্ডে ২১ হিজরিতে মৃত্যুবরণকারীদের আলোচনায় খালিদের জীবনী আছে; প্রাসঙ্গিক অংশ পৃষ্ঠা ১২৮ থেকে ১৩৪। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/৩৮৩ ও ৩৮৪ এ হিমস ও মদিনার বর্ণনা উল্লেখের পর যাহাবী হিমসে মৃত্যুর মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটি লেখকদের অবস্থান; সব ঐতিহাসিক বিস্তারিত বা মৃত্যুশয্যার কথোপকথনের চূড়ান্ত সনদ যাচাই নয়।

ইবন কাসীর: ২১ হিজরির জীবনী · যাহাবী: ১/৩৮৩ ও ৩৮৪

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. এর নামের সঙ্গে এত যুদ্ধ জড়িয়ে আছে যে তাঁর জীবন নিয়ে লেখা শেষ করতে গেলেও যুদ্ধের হিসাব দিতে ইচ্ছা হয়। কয়টি অভিযানে ছিলেন, কোথায় জয় এসেছে, কোন কৌশল ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু আটটি পর্ব পড়ার পর যদি শুধু এটুকুই মনে থাকে যে খালিদ রা. একজন অসাধারণ general ছিলেন, তাহলে তাঁর জীবনের বড় একটা অংশ হয়তো আমরা বুঝিনি। কারণ এই গল্প শুরু হয়েছিল জয়ের জায়গা থেকে নয়। উহুদে তিনি মুসলিমদের বিপক্ষে ছিলেন।

হুদায়বিয়ায়ও কুরাইশের অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে মুসলিমদের পথের সামনে ছিলেন। তারপর অষ্টম হিজরির শুরুতে সীরাহর বর্ণনায় আমরা তাঁকে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখি। এরপর মু'তা। তিনি আগে থেকে নির্ধারিত তিন সেনাপতির একজন নন। তিনজন শহীদ হওয়ার পর পতাকা তাঁর হাতে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে "আল্লাহর তরবারিসমূহের একটি তরবারি" বলে উল্লেখ করেন।

তারপর এমন ঘটনাও আছে যেখানে তাঁর সিদ্ধান্ত সঠিক হয়নি। বনু জাযীমার ঘটনায় রাসূল ﷺ প্রকাশ্যে তাঁর ওই কাজ থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করেছেন। রাসূল ﷺ এর ইন্তিকালের পর আবু বকর রা. এর অধীনে ইয়ামামা ও পরে ইরাকের অভিযানে তাঁর দায়িত্ব চলেছে। তারপর শামের দিকে পাঠানো হয়েছে। উমর রা. এর সময়ে command structure পরিবর্তিত হয়েছে। খালিদের title ও position এক জায়গায় স্থির থাকেনি।

এই পুরো জীবনটাকে যদি এক বাক্যে ধরতে হয়, আমার কাছে সেটা “অপরাজেয় সেনাপতি” নয়। বরং দিক বদলে যাওয়া একজন শক্তিশালী মানুষের জীবন। শক্তি তাঁর ইসলাম গ্রহণের আগেও ছিল। সাহস ছিল। সামরিক বুদ্ধি ছিল। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল। হিদায়াতের পর সবকিছুর গন্তব্য বদলে গেল। এটা খুব কাছের একটা কথা।

আমরা আল্লাহর কাছে অনেক সময় নতুন কিছু চাই। “আমাকে talent দিন।” “আমাকে টাকা দিন।” “আমাকে influence দিন।” “আমাকে position দিন।” কিন্তু হয়তো প্রশ্নটা সবসময় আমার হাতে কত শক্তি আছে সেটা নয়।

যেটুকু আছে, সেটার দিক কোথায়?

আপনার কথা মানুষ শোনে। এটা শক্তি। আপনার সন্তান আপনাকে অনুসরণ করে। এটাও শক্তি। আপনার কাছে টাকা আছে। শক্তি। একটা Facebook page আছে, কয়েক হাজার মানুষ পড়ে। শক্তি। কোনো বিষয়ে জ্ঞান আছে। শক্তি। পরিবারে আপনার সিদ্ধান্তের মূল্য আছে। সেটাও শক্তি। এগুলোর কোনোটা তরবারি নয়। কিন্তু প্রত্যেকটাই আমানত।

খালিদ রা. এর জীবন এখানে আমাদের অস্বস্তিকর একটা প্রশ্ন করে, আমার সবচেয়ে বড় যোগ্যতাটা এখন কার সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে? আরেকটি শিক্ষা তাঁর অতীত। আমরা কাউকে তার সবচেয়ে খারাপ সময়ের মধ্যে আটকে রাখতে খুব পছন্দ করি। মানুষটা বদলে গেছে, কিন্তু আমরা বদলাইনি। আমাদের চোখে সে এখনো পাঁচ বছর আগের মানুষ।

নিজের ক্ষেত্রেও একই কাজ করি। “আমি আগে এমন ছিলাম।” “আমি এত গুনাহ করেছি।” “আমার এত বছর নষ্ট হয়েছে।” “আমার দ্বারা আর কী হবে?” খালিদ রা. এর অতীত তাঁর জীবনী থেকে মুছে যায়নি। উহুদের ঘটনা আজও আমরা পড়ি। কিন্তু তাঁর পরের জীবনও বন্ধ হয়ে যায়নি। অতীত সত্য হতে পারে, কিন্তু অতীতকেই ভবিষ্যৎ বানাতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। আরেকটা শিক্ষা তাঁর ভুল থেকে। মু’তায় রাসূল ﷺ তাঁর প্রশংসা করেছেন। বনু জাযীমার ঘটনায় তাঁর কাজ থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করেছেন। দুটো ঘটনাই সহিহ সূত্রে আছে।

এর অর্থ একজন মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান বজায় রেখেও তার ভুলকে ভুল বলা সম্ভব। কাউকে ভালোবাসলে তার প্রতিটি কাজ justify করতে হবে না। আবার একটি ভুল হলে তার জীবনের সব অবদানও মুছে দিতে হবে না। আমাদের সামাজিক আলোচনা এই ভারসাম্যটা খুব দরকার।

শেষ জীবনের ব্যাপারে খালিদ রা.কে ঘিরে অনেক জনপ্রিয় বর্ণনা আছে। কিন্তু মৃত্যুর বছর ও স্থান নিয়েও প্রাচীন সূত্রে কিছু মতভেদ দেখা যায়। ইবন কাসীর তাঁকে ২১ হিজরিতে মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। অন্য বর্ণনায় বছর বা মৃত্যুর স্থান নিয়ে পার্থক্য আছে, বিশেষ করে হিমস ও মদিনা দুই জায়গার কথাই পাওয়া যায়। তাই নিশ্চিত নয় এমন deathbed scene দিয়ে তাঁর জীবন শেষ করার প্রয়োজন নেই।

তাঁর জীবনের নিশ্চিত অংশই অনেক বড়। একসময় তিনি সত্যের বিপরীতে নিজের শক্তি ব্যবহার করেছেন। পরে সেই শক্তি সত্যের পক্ষে ব্যবহার করেছেন। কখনো বড় দায়িত্ব পেয়েছেন। কখনো তাঁর সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছে। কখনো leadership বদলেছে।

কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ পরিচয় উহুদের সেই পুরোনো অবস্থান হয়ে থাকেনি। এই সিরিজের শেষে তাই খালিদ রা. এর যুদ্ধের সংখ্যা গুনতে ইচ্ছা করছে না। বরং নিজের জীবনের জিনিসগুলো গুনতে ইচ্ছা করছে।

আমার সময় কোথায় যাচ্ছে?

আমার টাকা?

আমার কথা?

আমার influence?

আমার জ্ঞান?

আমার সন্তানদের ওপর যে প্রভাব আছে?

যে কাজটা আমি অন্যদের চেয়ে ভালো পারি?

আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী জিনিসটা আজ কোন দিকে যাচ্ছে?

হয়তো আমরা কেউ কোনো যুদ্ধের সেনাপতি হব না। আমাদের হাতে কোনো বাহিনীর পতাকা উঠবে না। কিন্তু প্রত্যেকের হাতেই ছোট বড় কিছু শক্তি আছে। আর সেই শক্তি একদিন আমাদের জন্য প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. এর জীবনের সবচেয়ে সুন্দর শিক্ষা হয়তো এখানেই। মানুষের শক্তির চেয়ে বড় হলো হিদায়াত। আর হিদায়াতের পর সবচেয়ে জরুরি হলো সেই শক্তির দিক ঠিক করা।

আল্লাহ খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. এর ওপর সন্তুষ্ট হোন। সাহাবায়ে কিরামের জীবনকে বাড়িয়ে বলা বা কমিয়ে বলা থেকে আমাদের রক্ষা করুন। তাঁদের জীবন থেকে আদবের সঙ্গে শিক্ষা নেওয়া এবং আমাদের সময়, যোগ্যতা, সম্পদ ও প্রভাবকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করার তাওফিক দিন। আমিন।

মূল সূত্র ও পর্যালোচনার সীমা

যেখানে “বিষয় মিলেছে” লেখা আছে, সেখানে উল্লেখিত বর্ণনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বক্তব্য তুলনা করা হয়েছে। এটি প্রতিটি বাক্যের অনুবাদ, সব ফিকহি সিদ্ধান্ত, সনদ বা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের চূড়ান্ত অনুমোদন নয়। কুরআনের লিংকগুলো মূল লেখার উদ্ধৃতির নির্দেশিকা; এই ব্যাচে প্রতিটি আরবি হরকত ও অনুবাদের শব্দভিত্তিক নতুন যাচাই করা হয়নি।

১. যে মানুষটি একদিন মুসলিমদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন

সহিহ বুখারি ৩০৩৯: উহুদের তীরন্দাজদের নির্দেশ

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

সহিহ বুখারি ৪০৪৩: মূল লেখার সমান্তরাল সূত্র

মূল লেখায় উল্লেখিত; বিস্তারিত যাচাই বাকি

সূরা আলে ইমরান ৩:১৫২: উহুদের শিক্ষা

সূত্র নির্দেশ; পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসির যাচাই বাকি

২. যে মানুষটি একদিন পথ আটকেছিলেন, তিনিই এবার মদিনার পথে

সহিহ বুখারি ২৭৩১ ও ২৭৩২: হুদায়বিয়া

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

সহিহ মুসলিম ১২১: আমর ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

৩. তিনজন সেনাপতি শহীদ, এরপর পতাকাটি গেল খালিদ রা. এর হাতে

সহিহ বুখারি ৪২৬১: মু’তার তিন সেনাপতি

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

সহিহ বুখারি ৩৭৫৭: আল্লাহর তরবারি

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

সহিহ বুখারি ৪২৬২: সমান্তরাল বর্ণনা

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

সহিহ বুখারি ৪২৬৫: নয়টি তরবারি

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

সহিহ বুখারি ৪২৮০: মক্কায় প্রবেশের নির্দেশ

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

৪. যেদিন রাসূল ﷺ তাঁর একটি সিদ্ধান্ত মেনে নেননি

সহিহ বুখারি ৪৩৩৯: বনু জাযীমার ঘটনা

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

৫. রাসূল ﷺ নেই, কিন্তু দায়িত্ব শেষ হয়নি

সহিহ বুখারি ৪০৭২: ওয়াহশি রা.-এর বর্ণনা

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

সহিহ বুখারি ৪৯৮৬: ইয়ামামার পর কুরআন সংকলন

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

৬. যেখানে কাজ এগোচ্ছিল, সেখান থেকেই নতুন নির্দেশ এলো

ইবন কাসীর: নেতৃত্ব পরিবর্তন, ৯/৫৭০ ও ৫৭১

গ্রন্থস্থান মিলেছে; Islamweb প্রদর্শিত পৃষ্ঠাক্রম। সনদ ও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের স্বাধীন পর্যালোচনা নয়।

ইবন কাসীর: আল হীরা ও সমঝোতার আলোচনা

গ্রন্থস্থান মিলেছে; Islamweb প্রদর্শিত পৃষ্ঠাক্রম। সনদ ও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের স্বাধীন পর্যালোচনা নয়।

ইবন কাসীর: ইরাক থেকে শামযাত্রা, ৯/৫৯০ ও ৫৯১

গ্রন্থস্থান মিলেছে; Islamweb প্রদর্শিত পৃষ্ঠাক্রম। সনদ ও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের স্বাধীন পর্যালোচনা নয়।

উপরের নতুন গ্রন্থস্থান দেখুন। সংশ্লিষ্ট সংকলনের বর্ণনাগুলোর মান ও পারস্পরিক ঘটনাক্রম নিয়ে স্বাধীন ঐতিহাসিক পর্যালোচনার সীমা বহাল আছে।

৭. পদ বদলাল, কাজ থামল না

ইবন কাসীর: নেতৃত্ব পরিবর্তন, ৯/৫৭০ ও ৫৭১

গ্রন্থস্থান মিলেছে; Islamweb প্রদর্শিত পৃষ্ঠাক্রম। সনদ ও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের স্বাধীন পর্যালোচনা নয়।

যাহাবী: খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের জীবনী, ১/৩৭৮ থেকে ৩৮৪

গ্রন্থস্থান মিলেছে; Islamweb প্রদর্শিত পৃষ্ঠাক্রম। সনদ ও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের স্বাধীন পর্যালোচনা নয়।

উপরের নতুন গ্রন্থস্থান দেখুন। সংশ্লিষ্ট সংকলনের বর্ণনাগুলোর মান ও পারস্পরিক ঘটনাক্রম নিয়ে স্বাধীন ঐতিহাসিক পর্যালোচনার সীমা বহাল আছে।

৮. এত যুদ্ধের পর তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা কী?

যাহাবী: মৃত্যুর স্থানসংক্রান্ত বিবরণ, ১/৩৮৩ ও ৩৮৪

গ্রন্থস্থান মিলেছে; Islamweb প্রদর্শিত পৃষ্ঠাক্রম। সনদ ও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের স্বাধীন পর্যালোচনা নয়।

ইবন কাসীর: ২১ হিজরির জীবনী, ১০/১২৮ থেকে ১৩৪

গ্রন্থস্থান মিলেছে; Islamweb প্রদর্শিত পৃষ্ঠাক্রম। সনদ ও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের স্বাধীন পর্যালোচনা নয়।

সহিহ বুখারি ৩৭৫৭: উপাধির মূল বর্ণনা

মূল বর্ণনার বিষয় মিলেছে

নতুন তথ্যের উৎস ও সম্পাদনার সীমা এই তালিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। কোনো স্বাধীন পর্যালোচকের অনুমোদন বা স্বাক্ষর দেওয়া হয়নি। বইটি এখনও অপ্রকাশিত Review Edition।